কালীগঞ্জে চাচা-ভাতিজার মধ্যে সংঘর্ষে চাচার মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কোলা ইউনিয়নের কামালহাট গ্রামে টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে চাচা-ভাতিজার মধ্যে সংঘর্ষে চাচার মৃত্যু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ জুন) দুপুর ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত নিয়ামত কামালহাট গ্রামের মৃত ইমান আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে টাকা লেনদেন নিয়ে চাচা নিয়ামত ও তার ভাতিজার মধ্যে বিরোধ চলছিল। ঘটনার দিন এ বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে মারামারি শুরু হয়। এ সময় ভাতিজার আঘাতে গুরুতর আহত হন নিয়ামত। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে পথেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর পেয়ে কালীগঞ্জ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

কালীগঞ্জ থানার এস আই মনিরুজ্জামান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। ময়নাতদন্ত্র শেষেই প্রকৃত ঘটনা উৎঘাটিত হবে। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত থানায় কোন মামলা হয়নি। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মহেশপুরে আলমসাধুর ধাক্কায় মোটরসাইকেল চালক কলেজ ছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মোটরসাইকেল ও আলমসাদুর মুখোমুখি সংঘর্ষে সজীব হোসেন (১৭) নামে এক কলেজ ছাত্র নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার অনন্তপুর গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সজীব হোসেন উপজেলার লড়াইঘাট মাঠপাড়া গ্রামের সানোয়ার খানের ছেলে। তিনি পদ্মপুকুর ডিগ্রি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে সজীব মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে কলেজে যাচ্ছিলেন। পথে অনন্তপুর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লাটা হাম্বা (আলমসাধুর) গাড়ির সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সজীব গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মহেশপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহনটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

ঝিনাইদহে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ১০

ঝিনাইদহ সদরে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দু’দল গ্রামবাসীর সংঘর্ষে মোশাররফ হোসেন নামের একজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে নারীসহ অন্তত আরও ১০ জন।

বুধবার (৩০ এপ্রিল) সকালে সদর উপজেলার ফুরসন্ধী ইউনিয়নের দহকুলা গ্রামের দিঘিরপাড়ে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোশাররফ হোসেন ওই গ্রামের মৃত শমসের মোল্লার ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দিঘিরপাড় গ্রামের বিএনপি নেতা আমজাদ বিশ্বাসের সাথে একই গ্রামের আওয়ামী লীগ নেয়া আলিম উদ্দিনের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। গত রোববার রাতে আলিম উদ্দিনের লোকজন আমজাদ বিশ্বাসের সমর্থকদের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলে আসছিলো। এরই জের ধরে বুধবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়। সেখান

থেকে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মোশাররফ হোসেন নামের একজনকে মৃত ঘোষণা করে। আহতদের সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, সামাজিক আধিপত্য নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে একজন মারা গেছে। আমরা এলাকায় আছি। পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে।

ঝিনাইদহে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫০

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার (১ মার্চ) সকালে উপজেলার রয়েড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায় নি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের ইউপি সদস্য আবু সালেহ মুসার সাথে একই এলাকার মোকাদ্দেস হোসেনের সমর্থকদের বিরোধ চলে আসছিল। শুক্রবার রাতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মুসার সমর্থক আকমলের সাথে মোকাদ্দেসের সমর্থক সুজনের বাক-বিতণ্ডা হয়। এরই জের ধরে শনিবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
এ সময় উভয় পক্ষের অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ বিষয়ে শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, তুচ্ছ ঘটনায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ঘটেছে। আবারো সংঘর্ষ এড়াতে ওই এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গাংনীতে পাট কাটা কেন্দ্র করে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ৭ জন আহত

বিরোধপূর্ণ জমির পাট কাটাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষে সাবেক ইউপি সদস্যসহ উভয়পক্ষের ৭ জন আহত হয়েছেন।

আহতরা হলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের শিমুলতলা গ্রামের সাবেক মেম্বর সিদ্দিকুর রহমান (৬০), তার ছেলে বকুল হোসেন (৩৫), মৃতু মুনছুর আলীর ছেলে মিলন হোসেন (৩৪) ও আতিয়ার রহমান(৩৮)।

অপরপক্ষের আহতরা হলেন, তফেল উদ্দীনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৩৮), ইয়ামিন হোসেন (৩২), আব্দুস সালাম (৪০)।

আজ সোমবার (১ আগষ্ট) সকাল ৭ টার সময় গাংনী উপজেলার কামারখালি মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত সিদ্দিকুর রহমান জানান,কামারখালি মৌজার ১৫৭ খতিয়ানে ২ একর ৪০ শতক জমির মধ্যে ৮৩ শতক জমি শিমুলতলা গ্রামের মাধব মন্ডলের ওয়ারিশগণ পাবেন। অপরপক্ষে ওই জমির মধ্যে ১৩ শতক জমি আব্দুর রাজ্জাক ও তার ওয়ারিশ পাবেন। সেই জমিতে উভয়পক্ষই পাট চাষ করেছে। আজ সকালে আব্দুর রাজ্জাক ও তাদের লোকজন সাইদুলের নেতৃত্বে ইয়ামিন আলী সালাম, আশিক, হাসেম পাট কাটতে যায়। আমরা তাদের বাধা দিতে গেলে ধারালো অস্ত্র ও লাঠি শোঠা দিয়ে আমাদের উপর হামলা করে।

অপরপক্ষে আব্দুর রাজ্জাক জানান, কামারখালি মৌজাতে ১৫৭ খতিয়ানের ১২৬৮ দাগে ১.৮৯ একর জমি। এছাড়া ১৫৮ খতিয়ানের ১২৬৮ দাগে ৩.১১ একর জমির মোট ৫ একর জমির মধ্যে নালিশী জমি ৮৩ শতক। ইতোমধ্যে স্থানীয় ইউনিয়ন তহশীল অফিস (ভূমি অফিস) বসে সেই জমি আমাদের পাওনা হয়েছে। আমাদের সেই পৈত্রিক সম্পত্তিতে পাটের চাষ করেছি। আজ সকালে পাট কাটতে গেলে প্রতিপক্ষরা আমাদের উপর হামলা করে আমাদের লোকজনকে আহত করে।

আহতদের গাংনী উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঘটনায় উভয়পক্ষই মামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

গাংনী হাসপাতালে জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিবা রানী বলেন, আহতদের ধারালো অস্ত্র ও লাঠি শোঠার মারের আঘাতের চিহৃ রয়েছে। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।